দৈনিক ইনকিলাব 056

তারিখ ..24 NOV-1986..
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ১ ...

উপজেলা পরিক্রমা

জগন্নাথপুর

।। আবুল কাসেম ।।

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের দৌলতে এককালের নামমাত্র থানা জগন্নাথপুর আজ উপজেলা। ২৪ মার্চ '৮৩ উক্ত জনপদ উপজেলায় উন্নীত হয়। এ উপজেলার সমস্যার অন্ত নেই। সমাধানের উদ্যোগ নেই। ১৪১ বর্গমাইল আয়তনের এ উপজেলায় কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, যাতায়াত, চিকিৎসা ও হাট-বাজারের সমস্যা উল্লেখযোগ্য।

কৃষি

উপজেলায় মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৫ লাখ ৬৫ হাজার একর। মান্ধাতা আমলের পদ্ধতিতেই এসব জমি চাষাবাদ করা হয়। ২২ হাজার একর জমি এখনও পতিত অবস্থায় রয়েছে। এখানে সেচ কার্যে নিয়োজিত রয়েছে মাত্র ১১৮টি পাওয়ার পাম্প। মাত্র ১৫ হাজার একর জমি এখনও জল সেচের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কৃষি বিশেষজ্ঞদের ধারণা, গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে এলাকার সব পতিত জমি চাষযোগ্য জমিতে পরিণত করা যাবে। দুঃখের বিষয়, এ উপজেলায় অদ্যাবধি কোন গভীর কিংবা অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়নি।

যোগাযোগ

পাকা রাস্তা নেই। উপজেলা সদরের সাথে ইউনিয়ন ও গ্রামসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নিম্নমানের। জেলা সদর সুনামগঞ্জের সাথে উপজেলার আজও কোন সড়ক যোগাযোগ গড়ে উঠেনি। উপজেলা জগন্নাথপুর সারা দেশ থেকে তো বটেই নিজের ৯টি ইউনিয়ন থেকেও বিচ্ছিন্ন।

শিক্ষা ব্যবস্থা

জগন্নাথপুর উপজেলা অতীতকাল থেকে পিছিয়ে আছে শিক্ষা ব্যবস্থার দিক দিয়ে। ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদনের প্রতীক্ষায় আছে দীর্ঘদিন যাবত। এসব বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয়। অন্যদিকে এ উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ডসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে। নলকূপ না থাকায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খাবার পানির সংকট তীব্র। অনেক বিদ্যালয়ে দরজা-জানালা, চাল ইত্যাদি ভাঙ্গা। মেরামতের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

উপজেলার আড়াই লক্ষাধিক অধিবাসীর জন্যে রয়েছে ১টি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ২টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এসব স্বাস্থ্য কেন্দ্র নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত। হাসপাতালে আগত শত [illegible] রোগী প্রতিদিন ওষুধ না পেয়ে [illegible] হাতে ফেরত যান। বহিঃবিভাগের রোগীদের কিছু টেবলেট দিয়েই বিদায় করা হয়। ওষুধ সংকট ছাড়াও এখানে রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা। বেডের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। বিছানাপত্র ময়লাযুক্ত। চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই। বাউণ্ডারী ওয়াল না থাকায় অবাধে গরু-ছাগল বিচরণ করে।

হাট-বাজার

হাট-বাজারগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। বৃষ্টি হলেই এক হাঁটু পানি জমে এসব হাট-বাজারে। ফলে জনসাধারণের ভোগান্তি চরমে পৌঁছে।